জাতীয় যুবশক্তির ঝিনাইদহ জেলা শাখার কমিটি গঠন

জাতীয় যুবশক্তির ঝিনাইদহ জেলা শাখার নবগঠিত আংশিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে মোঃ শাহিনুর রহমানকে আহ্বায়ক এবং শাওন আহমেদ কে সদস্য সচিব করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির নাম ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় যুবশক্তি। নবগঠিত কমিটিকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ঝিনাইদহ জেলা শাখার যুগ্ম সদস্য সচিব (দপ্তর) মোঃ হামিদ পারভেজ মিয়া।

জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদনপত্র অনুযায়ী, ২৩ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে ঝিনাইদহ জেলা শাখার আংশিক আহ্বায়ক কমিটি এক বছরের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় যুবশক্তি ঝিনাইদহ জেলা শাখার আংশিক আহ্বায়ক কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- সিনিযর যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফ সৌরভ, যুগ্ম আহ্বায়ক মেহেদি হাসান আশিক, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব বৃষ্টি শেখ, যুগ্ম সদস্য সচিব হৃদয় আহমেদ, মুখ্য সংগঠক মোঃ হুমায়ুন কবির, সিনিয়র সংগঠক ইনারুল ইসলাম ও দপ্তর সম্পাদক সোহাগ হোসেন।

অনুমোদনপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, আংশিক আহ্বাযক কমিটির দায়িত্বশীলদের আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি করে জমা দিতে হবে।

এক অভিনন্দন বার্তায় এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব মোঃ হামিদ পারভেজ মিয়া নবগঠিত কমিটির আহ্বায়ক, সদস্য সচিবসহ সব দায়িত্বশীলকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, নতুন নেতৃত্বের মাধ্যমে জেলার যুবসমাজকে সংগঠিত করা, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে তরুণদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ আরও গতিশীল হবে। তিনি আরও বলেন, শিক্ষা, মানবিকতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে তরুণদের সক্রিয় ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সংগঠনের দায়িত্বশীলদের মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

বিবৃতিতে তিনি নবগঠিত কমিটির সকল সদস্যের সফলতা কামনা করেন এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত ও গতিশীল করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

[redacted]

[redacted]

সুযোগ তৈরি হয়েছে। তরুণ নেতৃত্বের বিকাশ এবং দলীয কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

শাহরিন ইরার নতুন দায়িতপ্রাপ্তিতে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির ঝিনাইদহ জেলা শাখার যুগ্ম সদস্য সচিব (দপ্তর) মোঃ হামিদ পারভেজ মিয়া।

তিনি বলেন, “শাহরিন ইরার এই নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তি আনন্দের বিষয়। আমি তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা জানাই। আশা করি, তাঁর অভিজ্ঞতা, মেধা ও সাংগঠনিক দক্ষতার মাধ্যমে খুলনা বিভাগে এনসিপির সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে। তরুণ নেতৃত্বের বিকাশ, গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ইতিবাচক রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে প্রত্যাশা করি।”

হামিদ পারভেজ মিয়া আরও আশা প্রকাশ করেন, শাহরিন ইরার নেতৃত্বে খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যাযয়ে দলীয় কার্যক্রম আরও সুসংগঠিত হবে এবং তৃণমূল পর্যায়ে তরুণদের অংশগ্রহণ বাড়বে।

শাহরিন ইরার এই নিয়োগকে ঘিরে ঝিনাইদহের রাজনৈতিক অঙ্গনে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। জেলার একজন রাজনৈতিক কর্মীর কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিভাগীয় সাংগঠনিক দায়িত্ব পাওয়াকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। নতুন দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে শাহরিন ইরা খুলনা বিভাগে এনসিপির সাংগঠনিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখবেন এমন প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

নতুন দায়িত্ব নিয়ে শাহরিন সুলতানা ইরা বলেন, খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়ে আমি দলের নেতৃত্বের প্রতি কৃতজ্ঞ। সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে দলকে আরও সুসংগঠিত করতে কাজ করতে চাই। এ জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করছি।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে জামায়াত মিলে বিএনপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে

বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী মিলে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খান।

তিনি বলেন, ৯৬ সালের মতো আওয়ামী লীগ ও জামায়াত মিলে দেশে অরাজকতা সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে। প্রধানমন্ত্রীর রাজশাহী সফর চলাকালে স্নাইপার দিয়ে হত্যার হুমকিসংবলিত এক যুবকের ফেসবুক পোস্টের পেছনে বিরোধী দলের ইন্ধন রয়েছে। বিরোধী দলের উসকানিতে ওই যুবক এ রকম দুঃসাহস দেখিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে কালীগঞ্জ উপজেলার চাপরাইল আবুবকর বিশ্বাস মকছেদ আলী কলেজে আয়োজিত ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

বিরোধী দলের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খান আরও বলেন, জামায়াত ও স্বৈরাচার এরশাদের সরকারের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ৯৬ ও ৮৬ সালে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট করেছিল জামায়াত। এখন আবার তারা মিলে গেছে। জামায়াত ও আওয়ামী লীগ মিলে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে।

এ সময় তিনি জামায়াতের আমিরের সমালোচনা করে বলেন, জামায়াতের আমির সব সময় মিথ্যা কথা বলেন। জামায়াতের নেতারা তাঁকে দরবেশ ভাবতে পারেন, কিন্তু জামায়াতের আমির একের পর এক রাজনৈতিক মিথ্যাচার করে যাচ্ছেন।

তিনি জাসদ ছাত্রলীগ করতেন, সন্ত্রাস করেছেন, মিথ্যা কথা বলেছেন। জামায়াতে যোগ দেওয়ার পর কি তিনি মিথ্যা বলা ছেড়ে দিয়েছেন? জামায়াত ও আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় বিএনপি, ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মীরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রস্তুত আছেন।

অনুষ্ঠানে কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হামিদুল ইসলাম হামিদ, যুগ্ম সদস্যসচিব ইলিয়াস রহমান মিঠু, কলেজের

অধ্যক্ষ মশিয়ার রহমানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে রাজনৈতিক নেতাদের আগে দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে

অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে আগে রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান।

মন্ত্রী বলেন, “দুর্নীতি বন্ধ করার প্রথম শর্ত হলো, যারা বলছি দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে, সেই রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আগে দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে। অন্যথায় আমরা ব্যর্থ হব।”

বুধবার (২১ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে স্থানীয় শিক্ষক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইনমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এ সময় উপস্থিত শিক্ষকদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, বর্তমান প্রজন্মকে সামলানো শিক্ষকদের জন্য কঠিন হয়ে উঠছে। সেই পথ দিন দিন আরও কঠিন হচ্ছে। এই প্রজন্ম দিন দিন মাদকের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। তাদের মাদক থেকে দূরে সরিয়ে আনতে হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন করে ভাবতে হবে। শিক্ষকদের যুগোপযোগী ও পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, নিয়োগের ক্ষেত্রে টাকা-পয়সার লেনদেন হলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হয়ে অনেকেই প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন, যা সহ্য করা হবে না। আবার কোনো প্রধান শিক্ষক শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে লুটপাটের সঙ্গে জড়িত হবেন, সেটাও সহনীয় নয়।

সভায় শৈলকুপা উপজেলার বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক এবং বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো দুর্গোৎসব

ঝিনাইদহে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে ছয় দিনব্যাপী শারদীয় দুর্গোৎসব। বুধবার (২১ অক্টোবর) বিকেল ৪টা থেকে নবগঙ্গা নিরঞ্জন ঘাটে শুরু হয় প্রতিমা বিসর্জন। নেচে-গেয়ে ও নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গাকে বিদায় জানান ভক্তরা।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস অনুযায়ী, দেবী দুর্গা কৈলাসে স্বামীর ঘরে ফিরে গেলেন। আগামী শরতে আবারও তিনি আসবেন এই ধরণিতে, যা তাঁর বাবার ঘর হিসেবে পরিচিত।

এবার দেবী দুর্গার আগমন ঘটেছিল ঘোড়ায় চড়ে, আর গমন নৌকায়। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হয়। এর মধ্য দিয়ে এ বছরের মতো শেষ হলো সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা।

পুরাতন হাটখোলা সার্বজনীন দুর্গা মন্দির পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ ঘোষ বলেন, প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে ঝিনাইদহে শারদীয় দুর্গোৎসবের সমাপ্তি হয়েছে। বিসর্জনের সময় শৃঙ্খলা রক্ষায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবকেরাও তৎপর ছিলেন।

৪৬ লাখ টাকা দিয়েও ইতালি যাওয়া হলো না সোহেলের, লাটভিয়ায় মৃত্যু

বৈধ পথে ইতালি যাওয়ার স্বপ্নে ৪৬ লাখ টাকা দিয়েও গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেননি ঝিনাইদহের সোহেল রানা। পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে বিভিন্ন দেশে ঘোরানো, আটকে রেখে নির্যাতন ও মুক্তিপণ দাবি করা হয়।

পরে লাটভিয়ার একটি জঙ্গল থেকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধারের পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৮ অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় সোহেলের স্ত্রী জেসমিন সুলতানা ঝিনাইদহের মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন ট্রাইব্যুনালে নয়জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। মামলায় মানব পাচার, নির্যাতন, মুক্তিপণ আদায় ও হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মামলার এজাহার অনুযায়ী, সোহেলকে বৈধ পথে ইতালি পাঠানোর কথা বলে প্রথমে ২৬ লাখ টাকা নেওয়া হয়। ২০২৫ সালের ৬ এপ্রিল তাঁকে কাতারে পাঠানো হয়। ৯০ দিনের মধ্যে ইতালি পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলেও তাঁকে কাজ দেওয়া হয়নি। পরে দেশে ফেরার টিকিট পাঠানো হলেও তাঁকে ফিরতে না দিয়ে মিসর হয়ে ইতালি পাঠানোর কথা বলে আরও পাঁচ লাখ টাকা দাবি করা হয়। অভিযোগ, ওই টাকা দেওয়ার পর ২০২৬ সালের ১৪ আগস্ট তাঁকে মিসরে পাঠানো হয়।

এজাহারে আরও বলা হয়েছে, সোহেলের পাসপোর্ট ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কেড়ে নিয়ে তাঁকে বিভিন্ন দেশে ঘোরানো হয়। পরে বেলারুশ হয়ে তাঁকে লাটভিয়ায় নেওয়া হয়। গত ২৫ আগস্ট তাঁর ফোন ব্যবহার করে পরিবারের কাছে ২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন তারিখে টাকা পাঠানো হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। ৯ অক্টোবর ইতালি থেকে অভিযুক্তদের একজন ফোন করে আরও সাড়ে চার লাখ টাকা দাবি করেন বলেও মামলায় বলা হয়েছে।

সোহেলের শ্যালক ইশতিয়াক আহমেদ জানান, দীর্ঘদিন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার পর পোল্যান্ডে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের

ঝিনাইদহে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষ, আহত ২৫

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পৌরসভার কাশিপুর গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষ চলাকালে উভয় পক্ষের সমর্থকদের অন্তত ২০টি বসতঘর ও ৫টি দোকানঘর ভাঙচুরের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সোমবার দিবাগত রাত থেকে মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর) দুপুর পর্যন্ত কাশিপুর গ্রামের দুটি পক্ষের মধ্যে থেমে থেমে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মাদক ব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধের মামলায় ওই গ্রামের রেজাউল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি ৫ আগস্টের পর থেকে পলাতক ছিলেন। স্থানীয় নির্বাচনের পর রেজাউল ইসলামসহ তাঁর সমর্থকেরা বাড়িঘরে ফিরতে শুরু করেন। এ নিয়ে স্থানীয় মখলেছ হোসেনের সঙ্গে রেজাউল ইসলামের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

পূর্ববিরোধের জেরে সোমবার রাতে উভয় পক্ষের সমর্থকেরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। মঙ্গলবার সকাল থেকেও থেমে থেমে মারামারি ও ধাওয়া- পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে কালীগঞ্জ থানা-পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুলফিকার আলী বলেন, মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সংঘর্ষ বা মারামারির ঘটনায় অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে বিএনপি নেতা আনোয়ারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, দখলবাজি, সালিশের নামে অর্থ আদায়, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা, সরকারি জায়গা দখল, ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম ও মাদক কারবারে সম্পৃক্ততাসহ নানা অভিযোগ উঠেছে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১১ নম্বর পদ্মাকর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে।

রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বাজার ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এসব অভিযোগের প্রতিকার চেয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, প্রশাসন ও সাংবাদিকদের কাছে আবেদন করেছেন ভুক্তভোগীরা।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে বিভিন্ন বাজার ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন আনোয়ার হোসেন ও তাঁর অনুসারীরা। এ সময় চাঁদা আদায়, ব্যবসায়ীদের হয়রানি, জমি ও সরকারি সম্পদ দখল এবং সামাজিক আধিপত্য বিস্তারের একাধিক ঘটনার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর বিভিন্ন বাজারে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করেন আনোয়ার হোসেন ও তাঁর কর্মীরা। লৌহজাঙ্গা গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের তালিকা তৈরি করে তাঁদের কাছ থেকেও অর্থ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

পাইকপাড়া আবাসনের পেছনে আজাদ ও তাঁর ছেলে অনিকের কাছ থেকে ছাগল চুরির অপবাদ দিয়ে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। হাটগোপালপুর বাজারের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার উদ্দেশ্যে মিমি ফার্মেসিসহ সাতটি দোকানে পরিকল্পিতভাবে চুরি করানোর অভিযোগও রয়েছে। এতে আনুমানিক পাঁচ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ভুক্তভোগীদের।

তাঁদের ভাষ্য, এ ঘটনায় তৎকালীন ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তদন্ত শুরু করলেও পরে তা আর এগোয়নি। একই বাজারের

গ্রহণ এবং এলাকায় স্বাভাবিক ব্যবসায়িক ও সামাজিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন।

ভুক্তভোগী হাসান বলেন, ‘হাটগোপালপুর বাজারের পাটের ব্যবসা করি আমি। আমার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা করে আনোয়ার ও তাঁর অনুসারীরা। পরে এ ঘটনায় সালিশ বসে। সালিশে ১০ লাখ টাকার পাটের বিপরীতে মাত্র ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা দেয় আমাকে। বাকি টাকা আনোয়ার হোসেন আত্মসাৎ করে।’

আরেক ভুক্তভোগী পদ্মাকর গ্রামের জাহিদ মোল্লা বলেন, ‘আমার পরিবারের সবাই বিএনপির রাজনীতি করে। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় অনেক বছর নির্যাতনের শিকার হয়েছি। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে আনোয়ার হোসেন আমার পরিবারকে বাড়িছাড়া করে। এ পর্যায়ে তাঁকে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দিয়ে বাড়িতে ফিরে আসি। তাঁর কাছে এখনো জিম্মি হয়ে আছি।’

এ বিষয়ে অভিযুক্ত বিএনপি নেতা আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, সব মিথ্যা। নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে একটি মহল।’

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু বলেন, ‘অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ বিল্লাল হোসেন বলেন, ‘কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পেলে সেটা নিয়ে তদন্ত করা হবে। সত্যতা পেলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

১৮ বছরেও বেতন-ভাতা পাননি ল্যাব সহকারী

দুই মেয়েকে নিয়ে সংসার চালাতে ধারদেনা করতে হচ্ছে চাঁদ আলী খানকে। ঋণের বোঝা আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে

তাঁর।

সরকারি প্রকল্পের আওতায় নিয়োগ পেয়ে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার বলরামপুর দাখিল মাদ্রাসায় কাজ করলেও দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে বেতন-ভাতা না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন এই ল্যাব সহকারী।

চাঁদ আলী খান ঝিনাইদহ শহরের ক্যাডেট কলেজ পাড়ার বাসিন্দা। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেও বেতন-ভাতা না পাওয়ায় সংসারের খরচ মেটাতে তাঁকে ধারদেনা করতে হচ্ছে। এতে দিন দিন ঋণের বোঝা বাড়ছে। দুই মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়েও দুশ্চিন্তায় রয়েছেন তিনি।

চাঁদ আলী খান জানান, ‘১০০টি নির্বাচিত মাদ্রাসায় দাখিল ভোকেশনাল কোর্স প্রবর্তন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বলরামপুর দাখিল মাদ্রাসায় ল্যাব সহকারী পদে নিয়োগ পান তিনি। এ জন্য ২০০৪ সালের ৬ অক্টোবর পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। পরে ২৮ ও ২৯ এপ্রিল ঢাকায় নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় নিয়োগ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ২০০৬ সালের ১২ ডিসেম্বর তাঁকে নিয়োগের সুপারিশপত্র পাঠানো হয়। এরপর ২০০৮ সালে তিনি ওই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন।

তিনি আরও জানান, প্রকল্পের আওতায় সরকারি অর্থায়নে ভবন ও বিভিন্ন সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়। তবে দীর্ঘদিন চাকরি করেও তিনি এমপিওভুক্ত হতে পারেননি। তাঁর দাবি, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে সরকারি বিধি অনুযায়ী এমপিওভুক্তির মাধ্যমে বেতন-ভাতা দেওয়ার কথা উল্লেখ থাকলেও তা কার্যকর হয়নি।

চাঁদ আলী খানের অভিযোগ, এ সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যক্তিগতভাবে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে যোগাযোগ করেও কোনো প্রতিকার পাননি। দীর্ঘদিন বেতন-ভাতা না পাওয়ায় সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতে তাঁকে ঋণ করতে হচ্ছে। সেই ঋণ পরিশোধেরও নির্ভরযোগ্য কোনো উপায় নেই।

চাঁদ আলী খান বলেন, “দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে চাকরি করেও বেতন-ভাতা পাচ্ছি না। দুই মেয়েকে নিয়ে সংসার চালাতে প্রতিনিয়ত হিমশিম খেতে হচ্ছে। বাধ্য হয়ে ধারদেনা করে সংসারের খরচ চালাতে হচ্ছে। ঋণের বোঝা দিন দিন বাড়ছে, কিন্তু তা পরিশোধের কোনো উপায় নেই। সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সব সময় দুশ্চিন্তায় থাকি। এত বছর দায়িত্ব পালন করেও যদি বেতন না পাই, তাহলে পরিবার নিয়ে কীভাবে বাঁচব? সরকারের কাছে আকুল আবেদন, আমাদের বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করে পরিবার নিয়ে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দেওয়া হোক।”

এ বিষয়ে বলরামপুর দাখিল মাদ্রাসার সুপার রেজাউল ইসলাম বলেন, “এটি ২০০৪ সালে তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকারের সময় বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় নেওয়া একটি প্রকল্প ছিল। পরে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রকল্পটি আর আলোর মুখ দেখেনি। ওই প্রকল্পের আওতায় নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তিরা সবাই মানবেতর জীবন যাপন করছেন। বিষয়টির সুরাহা হওয়া জরুরি।”

অপরাধ করে ছাড় পাওয়ার সুযোগ নেই, বিচার হবেই

অপরাধ করে পার পাওয়ার কোনো সুযোগ এ দেশে নেই। আইন অনুযায়ী অপরাধীর বিচার হবেই হবে বলে মন্তব্য করেছেন স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন-৬ (এসআরবি-৬) খুলনার অধিনায়ক (সিও) লেফটেন্যান্ট কর্নেল নিস্তার আহমেদ।

আজ রবিবার সকালে ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্রীয় কালী মন্দির পূজামন্ডপ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

শারদীয় দুর্গাপূজার নিরাপত্তা সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আজ সকালে ঝিনাইদহে পৌঁছান তিনি। পূজা উৎসবস্থল পরিদর্শনকালে মন্ডপের নিরাপত্তাব্যবস্থা ও স্থানীয় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

পরবর্তীকালে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে খুলনা বিভাগের পূজা মন্ডপগুলোর নিরাপত্তার বিবরণ তুলে ধরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল নিস্তার আহমেদ বলেন, ‘খুলনা বিভাগের প্রতিটি পূজা মন্ডপে কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। গোয়েন্দা নজরদারির পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে।’

তিনি আরও জানান, নিরাপত্তা বলয় জোরদার করার পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকার পূজা মন্ডপ গুলোতে বাড়তি সতর্কতা ও নজরদারি নিশ্চিত করা হয়েছে, যাতে কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে না

পারে।

এ সময় তার সাথে ঝিনাইদহ এসআরবি কর্মকর্তাবৃন্দ ও পূজা মন্দিরের সনাতনী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।